পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে শুক্র হতে মাতৃগর্ভে মানবশিশুর ক্রমবিকাশ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ **পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে শুক্র হতে মাতৃগর্ভে মানবশিশুর ক্রমবিকাশ**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

হে মানুষ! উত্থান দিবস সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও,

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ

তবে (তোমরা ভেবে দেখ)নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে।

ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

তারপর শুক্র হতে

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

তারপর ‘আলাকা’ হতে

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিন্ড হতে

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ

তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয়।

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম (বার্ধক্যে) বয়সে।

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

যার ফলে তারা যা কিছু জানতো সে সম্বন্ধে তাদের সজ্ঞান থাকে না।

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

সেটা (শস্য শ্যমলা হয়ে) আন্দোলিত ও স্ফীত হয়

وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

এবং উদ্গত হয় সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

এই আয়াতের হাদীস (বুখারী ৩৩৩২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ(রাঃ) বর্ণনা করেন, সত্যবাদীর মূর্ত প্রতীক রাসুলুল্লাহ(সাঃ)বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান (সুক্র) মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিন) জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে রূপ নেয়।পুণরায় তদ্রুপ (চল্লিশ

দিন)গোশতের টুকরায় পরিণত হয়।অতপর আল্লাহ চারটি কথার নির্দেশ সহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিজিক এবং পাপিষ্ঠ হবে না কি নেক্কার, এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে ‘রূহ’ ফুঁকে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ন্যায় ক্রিয়াকান্ড করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুহূর্তে তার (নিয়তির) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল (কাজকর্ম) করে যায় এবং (পরিণতিতে) জান্নাতে প্রবেশ করে। আর একব্যক্তি শুরু - তে জান্নাতবাসীরই অনুরূপ আমল করে। এমনিভাবে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাতের দুরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার ওপর তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে তখন সে জাহান্নামীদের অনুরূপ কাজকর্ম শুরু করে দেয়। (ফলে) সে জাহান্নামী হয়।(বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩২)

عَلَقَةٍ ‘আলাকা’ শব্দের অর্থঃ সংযুক্ত,ঝুলন্ত,রক্ত, রক্তপিন্ড ইত্যাদি। তাফসিরকারকগণ ইহার অর্থ রক্তপিন্ড করিয়াছেন।কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মাতৃগর্ভে ভ্রুণের ক্রম বিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে যে ভ্রুণের সৃষ্টি হয় তাহা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন

হইয়া পড়ে এবং ঐ সম্পৃক্তি সঙঘটিত না হইলে গর্ভধারণ স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমানে “আলাক” শব্দের অনুবাদ করা হয় “এমন কিছু যাহা লাগিয়া থাকে”

(পৃঃ ৫২৯ আল কুরআনুল কারীম,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

সুরা ২৩ আল মু’মিনুন, আয়াতঃ ১২, ১৩, ১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12)

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। (১২)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13)

অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি “আলাকে”

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

অতঃপর “আলাক”কে পরিণত করি পিন্ডে

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

এবং পিন্ডকে পরিনত করি অস্থি পাজরে

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

অতঃপর অস্থি পাজরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান(১৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ফাতির ৩৫, আয়াতঃ ১১

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11)

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ

করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করাও হয় না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে (লাওহে মাহফুজে)। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৪০ মু'মিন , আয়াতঃ ৬৭

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67)

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারো এর মধ্যেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এজন্যে যে, তোমরা নির্ধারিত কাল পৌঁছে যাও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৭৫ কিয়ামাহ, আয়াতঃ ৩৬-৪০

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (36)

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ (37)

সে কি নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু ছিল না?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (38)

অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (39)

তারপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া পুরুষ ও নারী।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (40)

তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মৃত্যুর পর আল্লাহ আমদেরকে পুণরায় জীবন দান করবেন এবং পৃথিবীতে যা কিছু করেছি

হিসাব নেবেন। পরিনামে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আসুন আমরা আল্লাহর পথে জীবন যাপন করি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....